দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ৬

029

মহানগরী শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ৫০ জন শিক্ষকের বিবৃতি

পাঠ্যবই কেলেঙ্কারী সম্পর্কে টেক্সট বুক বোর্ডের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়

॥ ইনকিলাব রিপোর্ট ॥

পাঠ্যবই বিতরণে ব্যর্থতা, মুদ্রণের নিম্নমান, মূল্য প্রমাদ, তথ্যগত ভ্রান্তি ইত্যাদি সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড-এর পক্ষ থেকে সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন মারফত যে জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তা সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য নয় বলে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী ইউনিটের ৫০ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন।

ঢাকা মহানগরী শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক, সেক্রেটারী জনাব লুৎফর রহমানসহ মহানগরীর বিভিন্ন স্কুল ও

৭-এর পৃঃ দেখুন

পাঠ্যবই কেলেংকারী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কলেজের ৫০ জন শিক্ষক স্বাক্ষরিত উক্ত বিবৃতিতে তাঁরা বলেন—

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ডের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সরকারের নীতি অত্যন্ত মহৎ। কিন্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক সত্য যে, উক্ত সংস্থাটির সীমাহীন দুর্নীতি, অযোগ্যতা, স্বজনপ্রীতি ও কর্তব্যে অবহেলার কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক শোচনীয় দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্ররা বছরের ৭/৮ মাস চলে যাওয়ার পরেও পাঠ্যপুস্তক পায় না। কেউ কেউ আদৌ পায় না, কেউবা পায় আংশিক। এভাবে পাঠ্য বইয়ের অভাবে কচি শিশুদের শিক্ষার সর্বনাশ সাধিত হয়। দ্বিতীয়তঃ পাঠ্য বইয়ে মুদ্রণের অস্পষ্টতা ও মুদ্রণ প্রমাদ। তৃতীয়তঃ অসংখ্য তথ্যগত ভুল। পাঠ্যপুস্তকের এহেন কেলেঙ্কারী নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু লেখা-লেখি হলেও অবস্থা যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেছে। সম্প্রতি এ সকল অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে টেকস্ট বুক বোর্ডের পক্ষ থেকে যা যা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও গ্রহণের অযোগ্য।

দেশে বর্তমানে বহু সংখ্যক উন্নতমানের ছাপাখানা থাকা সত্ত্বেও সাইনবোর্ড ও লেটারহেড সর্বস্ব ছাপাখানায় মুদ্রণ দায়িত্ব প্রদান করার রহস্য অবোধগম্য নয়। এসব প্রেসের সাথে কোন কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর লভ্যাংশ ভাগাভাগি সম্পর্ক থাকার অভিযোগ রয়েছে। মুদ্রণ সংখ্যার শুভাঙ্করের ফাঁক এ পথেই সৃষ্টি হয় বলে অনেকে মনে করেন।

নির্ভুলভাবে কম্পোজ সমাপ্ত করে প্লেট তৈরী করতঃ উহা উন্নত প্রেসে সরবরাহ করা হলে ছাপাখানার বিভিন্নতার কারণে ছাপার ভুল কি করে হয় তা আমাদের বোধগম্য নয়।

তথ্যগত ভুলেরও অসংখ্য নজীর আমাদের নিকট রয়েছে। প্রয়োজনে এক এক করে তা আমরা তুলে ধরতে পারব। আমরা যতদূর জানি, টেকস্ট বুক বোর্ডে বহু বিশেষজ্ঞ পালন করা হয় বই ছাপাতে দেয়ার আগে এ ভুল-ত্রুটি দূর করার দায়িত্ব পালন না করে ছাপার পরে এবং ছেলেদের ভ্রান্ত জ্ঞান দানের পরে উহা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়াই কি তাদের দায়িত্ব?

সে যাই হোক, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষার নামে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত করার বা ভুল জ্ঞান দানের অধিকার কারুরই নেই। যাদের কারণে এমনটি হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এ দাবী সকলের।